দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

21

শিক্ষাঙ্গন

ভর্তি সমস্যা ও সেশন জট

শিক্ষাই সম্পদ। শিক্ষা মানুষকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা ২৩ জন মাত্র। শিক্ষিতের এই হার নিতান্তই নগণ্য। অথচ এ কথা সত্যি যে, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। যে দেশের মানুষ যত বেশী শিক্ষিত, সচেতন সে দেশ তত দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। তাই শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়া আশু প্রয়োজন। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষার সুযোগ খুবই অপ্রতুল। ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুসারে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নেই বললেই চলে। প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হচ্ছে। অথচ অর্ধেকেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারছে না। কারণ এমনিতেই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম, তদুপরি আসন সংখ্যা খুবই সীমিত। প্রসঙ্গতঃ ১৯৮৯ সালের ভর্তি সমস্যার বাস্তব চিত্র নিম্নরূপ।

এ বছর চারটি বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪৩.২১ %। এতে ১ লাখ ৩১ হাজার ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছে। এর মধ্যে ৭০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। বাকী ৬১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিই হতে পারবে না। কারণ দেশে প্রতিষ্ঠিত সব ক'টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসন সংখ্যা ৭০ হাজার প্রায়। অর্ধেকেরও কম ছাত্র-ছাত্রী পাস করার পরও ভর্তি সমস্যা প্রকটই রয়ে গেছে।

বিষয়টির স্পষ্টতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লেখ করছি যে, গত ২০ জানুয়ারী ছিল দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে যোগ্য ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার অথচ আসন সংখ্যা মাত্র ১২শ'। এহেন পরিস্থিতি জাতির জন্য সত্যিই দুঃখজনক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর অভিভাবক এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত কি তাহলে অন্ধকার? এখন আমাদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা বের করতে হবে। কারণ আমাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামো এমন নয় যে, ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুসারে পর্যাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব। এরি প্রেক্ষিতে নিম্নের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

(১) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইট শিফট চালু করা।

(২) প্রতি শিফটে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

(৩) উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা।

(৪) সকল সরকারী কলেজগুলিতে অনার্স কোর্স চালু করা। উল্লেখ্য, সরকার ইতিমধ্যে শহরের সরকারী কলেজগুলিতে অনার্স কোর্স চালুর চিন্তা-ভাবনা করছেন।

(৫) বন্ধু রাষ্ট্রগুলিতে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(৬) মেডিকেল কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

উপরেল্লিখিত প্রস্তাবগুলি কম খরচে এবং অল্প সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে "ভর্তি সমস্যা এবং সেশন জট" নিরসনকল্পে উল্লেখিত প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নে আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

— মোঃ শফিকুল ইসলাম